হোমিওপ্যাথিক রোগীলিপি কৌশল-৩

অর্গানন অব মেডিসিন ৬ষ্ঠ সংস্করণ
রেপার্টরি ও প্রাকটিস অব মেডিসিনের আলোকে

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচিপত্র

ক. রোগীলিপিতে অঙ্গ বিশেষে যা জানতে হবে

১	মাথা	২৩
২	চোখ	২৪
৩	কান	২৫
৪	নাক	২৫
৫	দাঁত	২৬
৬	নখের যা জানবেন	২৮
৭	শয়নের অবস্থান	২৯
৮	স্রাব	২৯
৯	গরমের দিনে রোগীকে প্রশ্ন করা হলো আপনি কি কাতর?	৩০
১০	ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অজীর্ণ, বৃদ্ধি ও উপযুক্ত খাদ্য বলতে কি বুঝায়	৩১
১১	পরে বলে কথা নেই	৩২
১২	রোগীলিপিতে অঙ্গ বিশেষে আরও যা জানতে হবে- মুখগহ্বর	৩৩
১৩	রোগীলিপিতে স্তনের যা জানতে হবে	৩৪
১৪	রোগীর শারীরিক গঠন সম্পর্কে যা জানতে হবে	৩৫

খ. রোগীলিপিতে রোগ সম্পর্কে যা জানতে হবে

১	অনিদ্রা কী?	৩৬
২	শোথ	৩৮
৩	ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হওয়ার কারণ	৪১
৪	বাত (Arthritis)	৪২
৫	এথিমা (Ecthyma)	৪৪
৬	"যৌন রোগীর চিকিৎসায়, চিকিৎসকের মনের ভাবনা"	৫৭
৭	শিশুদের মায়ের বুকের দুধ কেন প্রয়োজন?	৫৮
৮	দুর্বলতা	৬১
৯	হাড্রোসিল রোগীর রোগীলিপিতে যা জানতে হবে।	৬৪
১০	মূত্র অবরুদ্ধতায় যা জানতে হবে (সেরাম ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধির ফলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়)	৬৪
১১	মহিলাদের যৌন সঙ্গমে অনীহা বা বিতৃষ্ণার কারণ (লক্ষণকে রুব্রিকে রূপান্তর)	৬৫
১২	উদরাময় রোগীলিপিতে যা জানতে হবে	৭২
১৩	নেশা গ্রস্থদের ওষুধ	৭৫

১৪	অল্পবয়স্ক বালিকাদের শ্বেতপ্রদর রোগে ব্যবহৃত ৮টি ওষুধ যেভাবে ব্যবহার করতে হবে	৭৫
১৫	ঋতু সম্পর্কে জানুন	৭৭
১৬	টিউমার	৯৫
১৭	জরায়ুর বহির্নির্গমন	৯৬
১৮	উদ্গারের রোগীলিপিতে যা জানতে হবে?	৯৯
১৯	গর্ভাবস্থার প্রথম মাস	১১৭
২০	কিডনি সমস্যা	১২১
২১	মহিলাদের যৌনাঙ্গের দুর্গন্ধ	১২৪
২২	হাত-পায়ের ব্যথায় যা জানবেন	১২৫
২৩	হাঁপানির রোগীর রোগীলিপিতে যা জানতে হবে	১৩৭
২৪	প্রোস্টেট বৃদ্ধির যা জানতে হবে	১৪২
২৫	স্তন ক্যান্সারে যা জানতে হবে	১৪২
২৬	রোগীলিপিতে কড়ার (Corns) যা জানতে হবে	১৪৩
২৭	স্তনে দুধের কি জানতে হবে?	১৪৪
২৮	উদ্ধতস্বভাবের শিশুদের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি	১৪৫
২৯	ক্ষত (Wound) সমস্যার যা জানতে হবে	১৪৯
৩০	পেইরোনিস ডিজিজ (Peyronie's disease)	১৫১
৩১	রোগীলিপিতে আমবাতের যা জানতে হবে	১৫৩
৩২	রোগীলিপিতে আঙ্গুলহাড়ায় যা জানতে হবে?	১৫৪
৩৩	অনিদ্রার রোগীলিপিতে যা জানতে হবে?	১৫৫

গ. রোগীলিপিতে কিছু রোগের কারণ

১	লিভার ক্যান্সারের কারণ	১৫৭
২	ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ	১৫৮
৩	মহিলাদের স্তন ক্যান্সারের কারণ	১৫৯
৪	পুরুষের সঙ্গমে অনীহার কারণ ও তার প্রতিকার	১৬১
৫	মহিলাদের মাথা ব্যথার কারণগুলো	১৬২
৬	ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হওয়ার কারণ	১৬৫
৭	মহিলাদের যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার	১৬৬
৮	বন্ধ্যাত্বের কারণ	১৬৯
৯	দেরীতে বিয়ে করার কারণ	১৭১

ঘ. রোগীলিপিতে যে সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

১	রোগীলিপির আলগা পিরিত	১৭২
২	রোগীলিপিতে রোগীর কতটুকু দেখবেন?	১৭২

৩	এ কেমন প্রশ্ন? ব্যাগটি কি আপনার?	১৭৩
৪	ফ্যানের বাতাস নয়, হাত পাখার বাতাস চাই!!!!	১৭৪
৫	"রোগীর মনের ভাব ও ডাক্তারের করণীয়"	১৭৫
৬	একটি লক্ষণের মূল্যায়ন	১৭৫
৭	রোগীলিপি লিপিবদ্ধ কেন	১৮০
৮	চোখে দেখার মাঝেও?	১৮১
৯	"পার্শ্বিক লক্ষণের মূল্যায়ন"	১৮২
১০	"বাবার সাথে মতলব হাটে"	১৮৩
১১	পুলিশ ভেরিফিকেশন	১৮৫
১২	সবটা বলো	১৮৬
১৩	যার জ্বালা সেই বুঝে	১৮৭
১৪	প্রস্রাবে গ্যাস বা বয়	১৮৭
১৫	আপনি অল্পতে অতুষ্ট নন কেন?	১৮৮
১৬	রোগী পর্যবেক্ষণে আপনি এত অলস কেন?	১৮৯
১৭	রোগীর মল কষা বলা	১৯০
১৮	টুথপিকের এতো মূল্য	১৯০
১৯	মারবেন না	১৯১
২০	রক্ত দিয়ে মাখা শেষ চিরকুট	১৯২
২১	ছোট সমস্যা (সমস্যা তো সমস্যাই, তার আবার প্রকার কি?)	১৯৩
২২	"কবুল না বলে কই যামু"	১৯৪
২৩	এটাই যদি হয় ডাল ভাত!	১৯৫
২৪	কেন যে এ কথাটি জানলাম না?	১৯৬
২৫	তাড়াহুড়ায় উভয় ক্ষতি	১৯৭
২৬	বিচারকের শ্রবণ	১৯৮
২৭	ভাঙ্গারি বোতল	১৯৯
২৮	না হলে ফাঁসি	২০০
২৯	আইনজীবীর দায়িত্ব	২০১

ঙ. ওষুধ বাছাই করার সময় যে সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে

১	বিস্তৃতির মাধ্যমে খুব সহজেই ওষুধ নির্বাচন করা যায়	২০৪
২	লবণ খেলেই Natrum-muriaticum এই কথা ভুলে যান	২৮৪
৩	শিকল বাঁধব কিসে	২৯০
৪	রোগীর ওষুধ কোনটি	২৯১
৫	হতাশ প্রেম হতে উৎপন্ন পীড়ার ক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবহার-	২৯২
৬	ওষুধ বাছাইয়ে অবহেলা	৩০২

৭	জমজের মাঝে ও পার্থক্য রয়েছে	৩০৩
৮	ভাবুন আমি কত বোকা!	৩০৪
৯	আর কি আছে? দেখেন তো!	৩০৫
১০	রোগীর পরবর্তী সাক্ষাতে চিকিৎসকের করনীয়	৩২২
১১	কি করে একটি ওষুধ নির্বাচন করবেন	৩২৩
১২	লক্ষণ সম্পূর্ণ করার নিয়ম	৩২৩
১৩	ওষুধ বাছাইয়ের নিয়ম	৩২৪
১৪	রোগ দিয়ে নয়, লক্ষণ দিয়েই ওষুধ বাছাই হয়	৩২৫
১৫	দাঁড়ান!	৩২৬
১৬	এক চোখা নীতি(ক)	৩২৬
১৭	এক চোখা নীতি: (খ)	৩২৭
১৮	এক চোখা নীতি: (গ)	৩২৮
১৯	এক চোখা নীতি: (ঘ)	৩২৮
২০	সংসদ নির্বাচন (সংসদ নির্বাচন দিয়ে ওষুধ বাছাই)	৩২৯
২১	ওষুধ বাছাইয়ের কিছু কথা	৩৩১
২২	উল্টো পথে ওষুধ খোঁজে দেখি কি হয়?	৩৩২
২৩	একক ওষুধ নিয়ে ভাবনা	৩৩৮
২৪	রুটি এবং দুধ আহারের পর উদ্গার	৩৩৮
২৫	সঠিক পথ সহজ	৩৪০
২৬	খেয়া ঘাটের দুই টাকা টোল	৩৪১
২৭	ওষুধ নির্বাচন কঠিন কে বলে?	৩৪২
২৮	আম কাঁঠালের নিমন্ত্রণ	৩৪৩
২৯	বুঝলাম না, এ কেমন নীতি!	৩৪৫
৩০	স্যার আগেরটা ভুলে যান	৩৪৭
৩১	ছেলেরটি সঠিক হলে সেটিই মেনে নিন।	৩৪৮
৩২	গরম খাবার খেলেই Lycopodium এ কথা ভুলে যান	৩৪৯
৩৩	Argentum nitricum- ডাক্তারদের কাছে জানতে চাই- মিষ্টি কি শুধু আমি একাই খাই?	৩৫০
৩৪	ওষুধ বাছাইয়ে সহায়ক	৩৫১
৩৫	একেক লক্ষণে একটি ওষুধ	৩৫২
৩৬	কেন আর্সেনিক এল্বাম	৩৫৩
৩৭	ওষুধ তিনটি দেবেন কোনটি?	৩৫৫
৩৮	কাজী অফিসে একলা বিয়ে!!!	৩৫৫
৩৯	রোগীর বাড়ি ওষুধের নিমন্ত্রণ	৩৫৬
৪০	"লক্ষণের মূল্যায়ণ"	৩৬২
৪১	ওষুধ বাছাই লক্ষণ চুবানো পদ্ধতিতে	৩৬৩
৪২	হায় রে .... কৃত্রিম বন্যা!	৩৬৪

৪৩	"বাবলীর মা বাচ্চা নেবো কোনটি"	৩৬৫
৪৪	পুলিশের সন্দেহ (লক্ষণের মূল্যায়নে পুলিশের সন্দেহ)	৩৬৬

চ. ওষুধ প্রয়োগ

১	রোগী ওষুধ বন্ধ রাখলে কি করবেন?	৩৬৭
২	আপনারা কেমন, ঝামেলা ছাড়া চলতে পারেন না?	৩৬৭
৩	শালীকাকে বিয়ে!	৩৬৮
৪	তিন সতিনের ঘর	৩৬৯
৫	১ ঘন্টা!	৩৭০
৬	অপরিবর্তিত মাত্রা	৩৭২
৭	সমস্যার শেষ নাই!	৩৭২
৮	সন্তানকে কখন টিউবারকুলার ওষুধ দিবেন?	৩৭৩
৯	কমিউনিটি সেন্টার	৩৭৪
১০	ওষুধের মেয়াদ	৩৭৬
১১	যাত্রা বিরতিতে ফ্রী খাবার কেন?	৩৭৬
১২	কুইজ, কেস-১	৩৭৭
১৩	ওষুধ অনুযায়ী রোগী নয়, রোগী অনুযায়ী ওষুধ	৩৭৮
১৪	রিকসার জ্যাম	৩৭৮

ছ. ওষুধ প্রয়োগের পরও আরোগ্য নয় কেন

১	রোগীকে সদৃশ ওষুধ দেয়ার পরেও কাজ না করার কারণ	৩৮০
২	কোন ওষুধে কোন খাদ্য নিষেধ	৩৮০
৩	আরোগ্যের পথে বাঁধা	৩৮১
৪	এন্টিডোট কাকে বলে	৩৮২
৫	Speed breaker	৩৮৩

জ. একজন চিকিৎসকের চিকিৎসা জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ

১	হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের গুণাবলী	৩৮৫
২	চেম্বারে রোগীর জন্য ওষুধ প্রস্তুতের কিছু নিয়ম	৩৮৮
৩	আজ এতো হালকা লাগছে কেন	৩৮৯
৪	কি যন্ত্রণা! নতুনদেরকে রোগীলিপি শেখাতে বিড়ম্বনা	৩৯২
৫	অনেক বড় বিদ্যান	৩৯৪
৬	গাইড নয় গাইড বই নেন	৩৯৫
৭	ম্যানেজার খামটি কেন পাল্টালেন?	৩৯৭

৮	যে পথে আপনি খুশি!	৩৯৮
৯	আত্মবিশ্বাসের অভাব	৩৯৯
১০	দুঃখের কথা কারে কই	৪০০
১১	পেশাকে নেশায় পরিণত করতে হবে	৪০১
১২	চিকিৎসকের বিড়ম্বনা	৪০২
১৩	ওষুধ মুখস্ত রাখার নিয়ম	৪১০
১৪	এমন ভুল কেন করেন	৪১০
১৫	রাস্তায় যানজট থাকবেই	৪১৩
১৬	এ কেমন খেলা! ১ তারিখে কান্না ১৫ তারিখে হাসি	৪১৪
১৭	চেম্বারের অবস্থান	৪১৪
১৮	"তোমরা যাবে যেদিক তৈরি হবে সেদিক" (চিন্তা নেই তোমাদের)	৪১৬
১৯	"ডাক্তার সাহেব আপনি কোথায়? দোকানে"	৪১৭
২০	উনিই ডাক্তার	৪১৭
২১	"কসাই বাবুর তাড়া নেই, আপনার এত তাড়া কিসের?"	৪১৮
২২	নিজ প্যাথিকে ভাল বাসুন	৪২০
২৩	ওরা এতো সহনীয় কেন	৪২১
২৪	নৌকার মাঝি	৪২২
২৫	নদীর ঢেউ	৪২৩
২৬	নদীতে ফেলো	৪২৩
২৭	ভাত না পেলে বিরিয়ানি খাবে	৪২৪
২৮	আমার সফলতার কথা শোনে আপনার কি লাভ	৪২৬
২৯	বাসার কাজের বুয়াটা	৪২৭
৩০	আলহামদুলিল্লাহ	৪২৮
৩১	সন্তানের ভুল	৪৩০
৩২	চেম্বারে রোগীর মূল্যায়ন	৪৩১
৩৩	রোগী ঠিক বলছে তো	৪৩২
৩৪	না চাইতে সহযোগীতা	৪৩২
৩৫	হাতে শক্তি পাই না কেন	৪৩৩
৩৬	ওদের দোষ কি	৪৩৩
৩৭	আর মাত্র চার দিন বাড়ানো যায় না স্যার	৪৩৪
৩৮	ওষুধের রেকে এমন কেন	৪৩৪
৩৯	ভালোবাসা কারে কয়	৪৩৫
৪০	ক্যামেরার পেছনে যারা	৪৩৬
৪১	এতো টাকা	৪৩৭
৪২	অভিজ্ঞতা	৪৩৮
৪৩	এটাই নোয়াখালী	৪৪০

৪৪	গাছ বিতরণ	৪৪০
৪৫	হোমিওপ্যাথির উন্নতির পথে বাঁধা	৪৪১
৪৬	বানর নেবে কলা না টাকা	৪৪১
৪৭	এটা কাপড় হলো?	৪৪৩
৪৮	পাথর চিড়ে পানি ঝরে	৪৪৩
৪৯	ব্যবসায় ক্ষতি	৪৪৪
৫০	"চুপ থাকুন"	৪৪৫
৫১	গাছে ফল ধরতে শুরু করেছে	৪৪৬
৫২	শুধু নানু বাড়ি কেন?	৪৪৭
৫৩	চেম্বারে কোন ধরনের রোগী দেখবো?	৪৪৮
৫৪	ডাক্তার বাবু ১ ঘণ্টা বাঁচবো তো?	৪৪৮
৫৫	রেপার্টরি জাত প্রেসক্রিপশন	৪৪৯
৫৬	"উপদেশ, উপদেশ"	৪৫০
৫৭	ঈদের উপহার	৪৫২
৫৮	ডাক্তারের ঈদ	৪৫২
৫৯	স্যার o/m-5 নেই	৪৫৩
৬০	"কি দেয়া হয়নি তা না বলে, কি দেয়াতে খাবারটি এতো মজা হয়েছে তা বলো"	৪৫৪
৬১	ডিস্টিল ওয়াটার কি করবো?	৪৫৫
৬২	রোগ বিশেষে ২/৩ টি ওষুধ	৪৫৫
৬৩	রাঁধুনীর ঘরে বাবুর্চির কি প্রয়োজন ??	৪৫৭
৬৪	আমি অতো ভালো স্বামী নই	৪৫৭
৬৫	"এক ওষুধ মানে এক রোগের চিকিৎসা কিনা?"	৪৫৮
৬৬	জ্ঞানীরা অতিরিক্ত পছন্দ করেন না	৪৫৮

ঝ. রোগী পর্যবেক্ষণ

১	না দেখার বিড়ম্বনা	৪৫৯
২	স্যারের বেতন এতো কেন	৪৬০

ঞ. চিকিৎসকদের সহায়তা করা

১	দারোয়ান দেওয়ানের অবদান	৪৬২
২	ব্যাঙটি কত ভাগ্যবান	৪৬৩

ট. চিকিৎসা

১	মাংস খেয়ে পেটে গোলযোগ হলে ওষুধ কি?	৪৬৫

ঠ. তুলনা

১	কোষ্ঠবদ্ধতা বা কোষ্ঠকাঠিন্যতায় দুই ওষুধের লড়াই, এর মিমাংসা করবে কে?	৪৭৯
২	রজঃনিবৃত্তিকালে(Climaxis) উদরাময়, ওষুধ দুইটি- Lachesis(2g) ও Sulphur(3g)	৪৮১

ড. মূল্যায়ন

১	গোসলে অনীহা তাতে আপনার কি?	৪৮৫
২	কন্যা দিবস	৪৮৫
৩	Pulsatilla এর পরিবর্তনশীলতা বলতে কি বুঝায়	৪৮৭
৪	জ্বালাকে ব্যথা মনে না করা	৪৮৮

ঢ. অর্গানন

১	রোগীলিপিতে বয়সের গুরুত্ব	৪৮৯
২	চুন	৪৯৫
৩	পুলিশ ডাকা(৯৯৯এ কল করা)	৪৯৫
৪	"একথা তাহলে"	৪৯৬
৫	জ্বরে USG কেন!	৪৯৭
৬	তোকে আবার বিশ্বাস!	৪৯৮
৭	শাড়ির আঁচলে আগুন	৪৯৯
৮	তেনা পাগলা	৫০০
৯	ভুলেও আমি সেরা	৫০১
১০	মরিচ ভর্তা	৫০২
১১	আমিও আছি তো!	৫০৩
১২	মুলা চাষ	৫০৪
১৩	দ্বারে দ্বারে ঘুরে রোগী সুস্থ	৫০৫
১৪	আপনজন হতে পাওয়া কষ্ট	৫০৬
১৫	বয়া খুললে কেন	৫০৮
১৬	তাড়াহুড়োর ফলে ফাঁসি	৫০৮
১৭	"নানুর মন খারাপ"	৫১০
১৮	"আর হবে না গো ইভা"	৫১১
১৯	রোগ আরোগ্যে গোসলের উপকারিতা	৫১২
২০	মায়াজম বলে আমি না	৫১২
২১	হ্যাঁ কিংবা না	৫১৩
২২	ভাব নাই	৫১৪

ণ. অন্যান্য

১	কাতরতা বলতে কি বুঝায়?	৫১৫
২	কাবিননামা	৫১৫
৩	B.H.M.S (অস্ত্রোপচার)	৫১৬
৪	কোথায় পেলেন (শুধুই হ্রাস-বৃদ্ধি)	৫১৭
৫	হোমিওপ্যাথিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক	৫১৮
৬	সন্তান জন্ম দিলেই কি বাবা হওয়া যায়	৫২৭
৭	মনের কিছু কথা	৫২৯
৮	আপনার সন্তানের প্রতি আপনার কি কোন দায় নেই	৫৩০
৯	মায়াজম	৫৩০
১০	ফ্রেস হোমিওপ্যাথ হতে চান	৫৫১
১১	রোগের নয় রোগীর চিকিৎসা	৫৫২
১২	ওনার সাথে আমার একখান কথা আছে	৫৫৩
১৩	নিউরো সমস্যায় হোমিওপ্যাথি	৫৫৮
১৪	নামে নামে ওষুধ শিখি	৫৬০

ত. রেপার্টরি ব্যবহারের কিছু নিয়ম

১	রেপার্টরির মাইল মিটারের স্তর ৭টি	৫৬৪
২	আমরা কেন রেপার্টরী পড়বো	৫৬৫
৩	রেপার্টরিতে রুব্রিকের স্তর কেন শিখবো	৫৬৬
৪	রেপার্টরিতে দ্রুত রুব্রিক খুঁজে পাবার উপায়	৫৬৬
৫	রেপার্টরিতে " only " মানে কি	৫৬৭
৬	চর্মের সমস্যাগুলোর রুব্রিক পাওয়ার সহজ উপায়	৫৬৮
৭	"উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে"	৫৬৮
৮	ক্যালকুলেটর	৫৭০
৯	চোর ধরা মাতুব্বর	৫৭০
১০	(নতুন রেপার্টরির নমুনা)	৫৭১
১১	কাজের বুয়ার মশারি টানানো	৫৭৬
১২	যারা রেপার্টরি ব্যবহার করে না "তারা নিজে ঠকে ও অন্যকে ঠকায়"	৫৭৭
১৩	অপরাধীকে ডাকো	৫৭৭

থ. বই

১	আটা খায় না (আমার লিখা মেটেরিয়া মেডিকার পরিচয়)	৫৭৯
২	এই বইগুলো কেন	৫৮০
৩	হোমিওপ্যাথি ডিজিজ সিরিজ কেন	৫৮৩

দ. জীবনী

১	হ্যানিম্যান সম্পর্কে কিছু তথ্য	৫৮৬
২	অধ্যক্ষ ডা. আবদুল করিম	৫৯১

ধ. সফল ও বিফল কেস

১	কেস নং-১ "বিয়ের রাতে বর আউট"	৫৯৪
২	কেস নং- ২ "কবে যাব বাবার বাড়ি"	৫৯৭
৩	কেস নং-৩, সম্পূর্ণ মাথায় পচা ঘা	৬০০

ন. হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি

১	বিনে টাকায় মেধাবী ডাক্তারের সহযোগীতা নিন	৬০২
২	তোমার বাপ খারাপ	৬০২
৩	হোমিওপ্যাথির উন্নয়ন এতো ধীর গতি কেন?	৬০৩
৪	কলেজের অর্থ উপার্জনের কৌশল	৬০৫
৫	হোঃ মেঃ কঃ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ	৬০৭
৬	ডাক্তারের জীবন	৬০৮
৭	আমার দেখা একজন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ	৬০৯
৮	তুমি আর আমি একই	৬১০
৯	চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন	৬১৪

ক. রোগীলিপিতে অঙ্গ বিশেষে যা জানতে হবে

পাঠ- ১

মাথা

রোগীর মাথায় কোন প্রকার কষ্ট/ সমস্যা থাকলে, তা বর্তমান কষ্টের আলোকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। আর রোগী তার মাথায় কোন সমস্যা না বললে, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর মাথা সম্পর্কে যা জানবেন। তা নিম্নে দেয়া হলো-

১. চুলের বর্ণনা

১. চুলে জটা বাঁধে কিনা? জটা বেঁধে থাকলে কি কারণে?
২. খুব বেশি চুল পড়ে কিনা?
৩. চুল এক জায়গা থেকে ওঠে বা গোছা-গোছা ওঠে?
৪. যে স্থানের চুল পড়ে, সে স্থানের নাম উল্লেখ করতে হবে, যেমন- Forehead. Occiput. Temples. spots. Side ইত্যাদি।
৫. চুল চর্বিযুক্ত বা তেলতেলে কিনা?
৬. টাক পড়া কিনা?
৭. চুল খাড়াখাড়া কিনা?
৮. চুল কোঁকড়ানো কিনা?
৯. চুল শুষ্ক কিনা?
১০. চুল সম্পূর্ণটি পড়ে না ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে?
১১. চুল পড়ার কারণ জানা আছে কিনা?
১২. যে বয়সে চুল পড়ে, তা উল্লেখ করতে হবে।
১২. চুল পেকে যায় কিনা?
১৩. স্থানে স্থানে পেকে যায় কিনা?
১৪. পাকা চুল গজায় কিনা?
১৫. চুলের ডগা ফাঁটা কিনা?
১৬. চুলের উজ্জ্বলতা কেমন দেখতে?
১৭. চুলের গোড়ায় ব্যথা হয় কিনা?

খুশকি

১. মাথায় খুশকি আছে কিনা?
২. খুশকি থাকলে, তা দেখতে কেমন? কি বর্ণের।
৩. খুশকি সম্পূর্ণ মাথায়, না মাথার কোন অংশ বিশেষে?
৪. খুশকি পাতলা না মোটা?
৫. খুশকিতে চুলকায় কিনা?
৬. খুশকির স্থানের চুল পড়ে যাচ্ছে কিনা?
৭. কোন সময় এবং কি করলে এই খুশকি বেশি থাকে?

মাথার অন্যান্য সমস্যা

১. মাথায় ভারবোধ অনুভব করে কিনা?
২. মাথায় কোন প্রকার যন্ত্রণা আছে কিনা?
৩. মাথায় কোন প্রকার জ্বালা অনুভব করে কিনা?
৪. মাথায় ঝিমঝিম অনুভব করে কিনা?
৫. রোগী কোন বিশেষ দিকে পড়ে যাওয়ার মত অনুভব করে কিনা?
৬. সামনে পিছনে টলছে, এমন অনুভব করে কিনা?
৭. পড়ে যাচ্ছে, ভাসছে এবং আশে পাশের জিনিস পত্র নড়ছে এমন অনুভব করে কিনা?
৮. মাথায় উত্তাপ অনুভব করে কিনা?
৯. মাথায় ঠান্ডা অনুভব করে কিনা?
১০. মাথায় পূর্ণতা অনুভব করে কিনা?
১১. মাথায় খালিখালি অনুভব করে কিনা?

পাঠ- ২
চোখ

রোগীর চোখের কোন প্রকার কষ্ট/ সমস্যা থাকলে, তা বর্তমান কষ্টের আলোকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। আর রোগী তার চোখের কোন সমস্যা না বললে, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর চোখ সম্পর্কে যা জানবেন। তা নিম্নে দেয়া হলো-

১. চোখ দিয়ে পানি পড়ে কিনা?
২. যদি চোখ দিয়ে পানি পড়ে, তাহলে তার বিস্তারিত বিবরণ, বর্তমান কষ্টের ন্যায় জেনে নিতে হবে।
৩. সূর্য বা কৃত্রিম আলোয় চোখে কোন কষ্ট হয় কিনা?
৪. চোখের দৃষ্টি শক্তির কোন সমস্যা আছে কিনা?
৫. কাছের বা দূরের কোন বস্তু দেখতে সমস্যা হয় কিনা?
৬. চোখে পিচুটি জমে কিনা? যদি জমে তার বিস্তারিত বর্ণনা জানতে হবে।
৭. চোখের বর্ণের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা?
৮. রোগী চশমা পড়ে কিনা তা জানতে হবে। যদি পড়ে তা কত বছর বয়স থেকে? চশমার পাওয়ার ধীরে ধীরে বাড়াতে হচ্ছে, না কমাতে হচ্ছে?
১০. চোখে প্রায় আঞ্জনি হয় কিনা? হলে কোন পাতায় তাও জানতে হবে।
১১. চোখে কোন আঘাত লেগেছে কিনা? যদি আঘাত লেগে থাকে, তা কিসের দ্বারা?
১২. চোখ চুলকায় কিনা? যদি চুলকায় তা বিস্তারিত জানতে হবে।
১৩. চোখ কোটরাগত কিনা?
১৪. চোখের পাতায় ভারবোধ হয় কিনা? চোখের পাতায় কম্পন হয় কিনা?
১৫. ঘুমের সময় চোখ খোলা রাখে কিনা?
১৬. নেত্রনালীর কোন সমস্যা আছে কিনা?
১৭. চোখে কোন অপারেশন আছে কিনা?
১৮. ট্যারা দৃষ্টি কিনা?

পাঠ-৩

কান

রোগীর কানে কোন প্রকার কষ্ট/ সমস্যা থাকলে, তা বর্তমান কষ্টের আলোকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। আর রোগী তার কানে কোন সমস্যা না বললে, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর কান সম্পর্কে যা জানবেন। তা নিম্নে দেয়া হলো-

১. কানের গঠন: উভয় কানের গঠন গত কোন সমস্যা আছে কিনা?
২. কানে এমন কোন সমস্যা আছে, যা দীর্ঘদিন ভোগার ফলে সহনীয় হয়ে গেছে?
৩. কানে কোন সমস্যা থাকলে, তা কানের ভিতরের নালিতে না বাহিরের অংশে? কোন সমস্যা পেলে বর্তমান কষ্টের বিবরণের ন্যায় জানতে হবে।
৪. শ্রবণশক্তি: কানের শ্রবণ শক্তির কোন সমস্যা থাকলে তার বিস্তারিত জানতে হবে। যেমন-সমস্যা থাকলে, এটি কোন কানে?

উভয় কানে সমান ভাবে শুনতে পায় কিনা?

কম বেশি হলে কোনটি?

শ্রবণশক্তির পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য জানতে হবে কত দূর হতে ঘড়ির কাটার শব্দ শুনতে পায়।

শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে কিনা?

গোলমালে, মটরগাড়ি বা যে কোন যানবাহনে ভ্রমণকালে শ্রবণের কম বেশি হয় কিনা?

৫. শব্দ: কানে কোন প্রকার বাড়তি শব্দ শুনতে পায় কিনা? যেমন- শো-শো, ভোঁ-ভোঁ, কটকট, টুংটাং ইত্যাদি শব্দ শুনতে পেলে তার বিস্তারিত জানতে হবে। এর সাথে আরও জানতে হবে রোগীর নিজের কথা বলার শব্দ নিজ কানে কেমন শুনায়?
৬. স্রাব: কানটি ভেজা থাকে কিনা? ভেজা থাকলে তার বিস্তারিত বর্ণনা লেখতে হবে।
৭. পলিপ: কানে পলিপ আছে কিনা? থাকলে তার বর্ণনা জানতে হবে।
৮. ক্ষত: কানে কোন প্রকার ক্ষত আছে কিনা?
৯. চুলকানি: কানের বাইরে বা ভিতরে কোন প্রকার চুলকানি আছে কিনা?
১০. আঘাত: কানে কোন প্রকার আঘাত লেগেছে কিনা?
১১. কান ফোঁড়ানো: মেয়েদের কান ফোঁড়ানোর ফলে কোন প্রকার জটিলতা হচ্ছে কিনা?
১২. অনুভূতি: কানে কোন প্রকার ব্যথা?
১৩. কানের পর্দা: কানের পর্দার কোন ত্রুটি আছে কিনা? জন্মগত, রোগগত কিংবা আঘাত জনিত কারণে।

পাঠ- ৪

নাক

রোগীর নাকে কোন প্রকার কষ্ট/ সমস্যা থাকলে তা বর্তমান কষ্টের আলোকে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। আর রোগী তার নাকে কোন সমস্যা না বললে, সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর নাক সম্পর্কে যা জানবেন। তা নিম্নে দেয়া হলো-

১. নাকে কোন সমস্যা থাকলে জানতে হবে, তা নাকের ভিতরে, বাইরে, সামনে না পিছনের দিকে?
২. মামড়ি: নাকে মামড়ি হয় কিনা? হলে সেই মামড়ির আয়তন, রং, গন্ধ, ঘনত্ব, পরিমাণ ইত্যাদি জেনে নিতে হবে।

খ. রোগীলিপিতে রোগ সম্পর্কে যা জানতে হবে?

পাঠ-১

অনিদ্রা কী?

অনিদ্রা হলো ঘুমানো বা রাতে ঘুমাতে অক্ষমতা। ফলে অদ্বিতীয় এবং পুনরুদ্ধারহীন ঘুম হয়। এটি একটি খুব সাধারণ সমস্যা যা আপনার শক্তি, মেজাজ এবং দিনের বেলা কাজ করার দক্ষতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোতে অবদান রাখতে পারে।

কিছু লোক যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ুন না কেন, তারা ঘুমাতে লড়াই করে। কেউবা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে কয়েক ঘণ্টা জেগে থাকে, উদ্বেগের সাথে ঘড়িটি দেখে। তবে, বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরণের ঘুমের প্রয়োজন হয়, আপনার ঘুমের গুণমান এবং ঘুমের পরে আপনি কিভাবে অনুভূত হন তা অনিদ্রা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। আপনি কত ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন বা আপনি কিভাবে ঘুমিয়ে পড়েছেন তা নয়। যদি আপনি বিছানায় একটি রাত ৮ ঘণ্টা ব্যয় করেন, দিনের বেলা যদি আপনি ক্লান্তবোধ করেন, তবে আপনি অনিদ্রার শিকার হতে পারেন।

যদিও অনিদ্রা সর্বাধিক সাধারণ ঘুমের অভিযোগ, এটি কোনও ঘুমের ব্যাধি নয়। অনিদ্রাকে অন্য সমস্যার লক্ষণ হিসেবে ভাবা যেতে পারে। অনিদ্রা সৃষ্টিকারী সমস্যাটি ব্যক্তি ভেদে আলাদা হয়ে থাকে। এটি দিনের বেলা অত্যধিক ক্যাফিন পান করা বা অন্তর্নিহিত চিকিৎসা পরিস্থিতি বা স্ট্রেস বা দায়বদ্ধতায় অতিরিক্ত বোঝা অনুভবের মতো জটিল সমস্যাগুলোর মতো সহজ কিছু হতে পারে।

সুসংবাদটি হলো ঘুমের বিশেষজ্ঞের উপর নির্ভর না করে বা প্রেসক্রিপশন বা অন-কাউন্টারে ঘুমের ওষুধের দিকে না ঝুঁকে অনিদ্রার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই যে পরিবর্তন করতে পারেন, তাতে সমস্যার নিরাময় করা যায়। অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে নির্দেশনা করে এবং আপনার প্রতিদিনের অভ্যাস এবং ঘুমের পরিবেশে, সাধারণ পরিবর্তন করে আপনি অনিদ্রার হতাশাকে থামিয়ে দিতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি ভাল রাতের ঘুম পেতে পারেন।

অনিদ্রার লক্ষণ:

১. ক্লান্ত হয়েও ঘুমিয়ে পড়তে অসুবিধা।
২. রাতে প্রায়শই ঘুম থেকে জেগে ওঠা।
৩. জাগ্রত হলে ঘুম ফিরে আসতে সমস্যা।
৪. অপ্রত্যাশিত ঘুম।
৫. ঘুমিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুমের বড়ি বা অ্যালকোহলে ভরসা।
৬. খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা।
৭. দিনের বেলা স্বাচ্ছন্দ্য, ক্লান্তি বা বিরক্তিকর অবস্থা।
৮. দিনের বেলায় কাজে মনোনিবেশ করতে অসুবিধা।
৯. সমস্ত দিন ক্লান্তিতে কাটানো বা ঘুমঘুম ভাব থাকা।
১০. অনিদ্রার কারণ:

১১. আপনার অনিদ্রার সঠিকভাবে চিকিৎসা এবং নিরাময় করার জন্য, আপনাকে ঘুম বিষয়ে গোয়েন্দা হওয়া দরকার।
১২. মানসিক সমস্যা যেমন- স্ট্রেস, উদ্বেগ এবং হতাশা সমস্ত অনিদ্রার ক্ষেত্রে অর্ধেক দায়ী। তবে আপনার দিনের অভ্যাস, ঘুমের রুটিন এবং শারীরিক স্বাস্থ্যও ভূমিকা রাখতে পারে।
১৩. আপনার অনিদ্রার সম্ভাব্য সমস্ত কারণগুলো সনাক্ত করার চেষ্টা করুন।
১৪. একবার আপনি মূল কারণটি বুঝতে পারলে, আপনি সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে পারেন।
১৫. আরও জানতে হবে রোগী কোন প্রকার মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন কিনা।
১৬. আপনি কোন কারনে হতাশ কিনা। আপনি কি আবেগময় নিরাশ বোধ করেন?
১৭. আপনি উদ্বেগ বা উদ্বেগের দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতির সাথে লড়াই করছেন?
১৮. আপনি কি সম্প্রতি একটি আঘাতজনিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন?
১৯. আপনি কি এমন কোনও ওষুধ খাচ্ছেন, যা আপনার ঘুমকে প্রভাবিত করতে পারে?
২০. আপনার কি এমন কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, যা ঘুমের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে?
২১. ১০.আপনার শোবার ঘরটি কি শান্ত এবং আরামদায়ক?
২২. আপনি কি বিছানায় গিয়ে প্রতিদিন একই সময়ে জাগ্রত হবার চেষ্টা করেন?
২৩. চিকিৎসা সমস্যা বা অসুস্থতা। হাঁপানি, এলার্জি, পারকিনসন ডিজিজ, হাইপারথাইরয়েডিজম, অ্যাসিড রিফ্লাক্স, কিডনি রোগ এবং ক্যান্সারসহ অনেকগুলো মেডিকেল শর্ত ও রোগ অনিদ্রায় অবদান রাখতে পারে।
২৪. দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা অনিদ্রার একটি সাধারণ কারণ।
২৫. কখনও কখনও অনিদ্রা কেবল কয়েক দিন স্থায়ী হয় এবং এটি নিজে থেকে দূরে চলে যায়। বিশেষত: যখন এটি একটি স্পষ্ট অস্থায়ী কারণের সাথে আবদ্ধ থাকে। যেমন- আসন্ন উপস্থাপনার উপর চাপ, বেদনাদায়ক ব্রেকআপ।
২৬. অনিদ্রার আরও কারণ জেদীভাব ও অধ্যাবসায়ীর ফলে অনিদ্রা হতে পারে।
২৭. দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা সাধারণত অন্তর্নিহিত মানসিক বা শারীরিক সমস্যার সাথে আবদ্ধ থাকে।
২৮. উদ্বেগ, চাপ এবং হতাশা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার কয়েকটি সাধারণ কারণ।
২৯. ঘুমাতে অসুবিধা হওয়ায় উদ্বেগ, চাপ এবং হতাশার লক্ষণগুলো আরও খারাপ করে তুলতে পারে। তাতে ঘুমের আরও সমস্যা হতে পারে।
৩০. সাধারণ সংবেদনশীল এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলোর মধ্যে রাগ, উদ্বেগ, শোক, বাইপোলার ডিসঅর্ডার এবং ট্রমা অন্তর্ভুক্ত।
৩১. রোগীর অনিদ্রা সমাধানের জন্য এই অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলোর চিকিৎসা করা অপরিহার্য।
৩২. ওষুধজনিত কারণ- অনেকগুলো প্রেসক্রিপশন ড্রাগগুলো এন্টিডিপ্রেসেন্টস, এডিএইচডির জন্য উত্তেজক, কর্টিকোস্টেরয়েডস, থাইরয়েড হরমোন, উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ এবং কিছু গর্ভনিরোধক ঘুমের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে।
৩৩. ঘুমের সমস্যা. অনিদ্রা নিজেই একটি ঘুম ব্যাধি, তবে এটি ঘুমের শ্বাসকষ্ট, অস্থির পায়েসিন্ড্রোম এবং রাতে দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া।
৩৪. মিষ্টি খাবার খাওয়া বা ভারী খাবার শোবার খুব কাছাকাছি সময় খেলে।
৩৫. অনিদ্রা এবং ঘুম ব্যাহত করে এমন অভ্যাসগুলো চিহ্নিত করা।
৩৬. অনিদ্রা মোকাবেলার জন্য আপনি যা কিছু করছেন তা আসলে সমস্যাটিকে আরও খারাপ করে তুলছে।
৩৭. রোগীর প্রতিদিনের অভ্যাসগুলোর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা অনিদ্রার কারণ হতে পারে।

৩৮. আপনি ঘুমের জন্য ঘুমের বড়ি বা অ্যালকোহল ব্যবহার করছেন, যা দীর্ঘমেয়াদী ঘুমকে আরও ব্যাহত করে।

৩৯. আপনি দিনের বেলা অতিরিক্ত পরিমাণে কফি পান করেন, ফলে রাতে ঘুম আসাটাকে আরও জটিল করে তোলে।

৪০. দিনের অন্যান্য অভ্যাস যা রাতে আপনার ঘুমানোর ক্ষমতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে অনিয়মিত ঘুমের সময়সূচী রাখা।

৪১. পর্যাপ্ত ব্যায়াম না করা বা দিনের বেলা খুব বেশি ব্যায়াম না করা।

৪২. আপনি কেন ঘুমাতে পারেন না তা নির্ধারণ করা।

পাঠ-২

শোথ

শোথ কি?

"ইডিমা" মেডিকেল শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ ফুলে যাওয়া । আঘাত বা প্রদাহ থেকে দেহের অঙ্গগুলো ফুলে যায়। এটি একটি ছোট অঞ্চল বা পুরো শরীরকে প্রভাবিত করতে পারে। ওষুধ, গর্ভাবস্থা, সংক্রমণ এবং অন্যান্য অনেক চিকিৎসা সমস্যার কারণে শোথ হতে পারে।

আপনার ছোট রক্তনালীগুলোর কাছের টিস্যুগুলোতে তরল ফুটো হয়ে গেলে ইডিমা হয়। অতিরিক্ত তরল তৈরি হয় যা টিস্যুকে ফুলিয়ে তোলে। এটি শরীরের যে কোনও জায়গায় ঘটতে পারে।

শোথের প্রকারভেদ:

১. প্রান্তিক শোথ: এটি সাধারণত পা এবং গোড়ালিগুলোকে প্রভাবিত করে তবে বাহুতেও এটি ঘটতে পারে। এটি আপনার সংবহনতন্ত্র, লিম্ফনোড বা কিডনিতে সমস্যাগুলোর লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

২. প্যাডাল শোথ: এটি ঘটে যখন আপনার পা গুলোতে তরল জড়ো হয়। আপনি বয়স্ক বা গর্ভবতী হয়ে থাকলে এটি আরও সাধারণ। অধিক ঘোরাফেরা করায় শোথকে আরও শক্ত করে তোলে। কারণ আপনার পায়ের মধ্যে ততটা অনুভূতি নাও থাকতে পারে।

৩. লিম্ফিডেমা: বাহু এবং পায়ে এই ফোলাভাব প্রায়শই আপনার লিম্ফ নোড এবং টিস্যুগুলোর ক্ষতির কারণে ঘটে, যা জীবাণুগুলো ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং আপনার শরীর থেকে জীবাণুগুলোকে বের করে। ক্ষতিটি শল্য চিকিৎসা এবং রেডিয়েশনের মতো ক্যান্সারের চিকিৎসার ফলেও হতে পারে। ক্যান্সার নিজেই লিম্ফনোডগুলো ব্লক করতে পারে এবং তরল বিল্ডআপের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

যে সব অঙ্গে:

পায়ের গোড়ালি, ব্রেইন, বুক, মুখমন্ডল, পায়ের পাতা, জননেন্দ্রিয়, সন্ধি, লেরিংস, লিভার, লিঙ্গ, অন্ডথলি, চর্ম, স্প্লীন, গলা, কণ্ঠনালী (ভোকাল কর্ড), গ্লাবেলা ও সমস্ত দেহে।

রোগের সাথে:

হৃদরোগের, কিডনী রোগের, দুর্বলতার, জন্ডিস, ডায়রিয়া, ঋতুস্রাব চাপা পড়া, প্রচুর প্রস্রাবের, প্রস্রাবে তলানিসহ, চর্ম শুষ্কের, জরায়ুর ব্যথা, এনিমিয়া, অ্যালবোম্যানোরিয়া, জ্বরের, সবিরাম জ্বরের, রক্তক্ষরণের পর, লিভার রোগের, হাঁপানীর, ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস, চর্মরোগ চাপা পড়া।

বয়স:

নবজাতক শিশু, বৃদ্ধ লোকের বা যে কোন বয়সেই হতে পারে।

সময়:

ভোর থেকে ভোর রাতের মধ্যে যে কোন সময় শোথ বাড়তে বা কমতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তরও দেখা দিতে পারে।

শোথের লক্ষণসমূহ:

১. আপনার লক্ষণগুলো- যে পরিমাণ ফোলা রয়েছে এবং কোথায় তা রয়েছে তার উপর নির্ভর করে কষ্টটি অনুভূত হবে।

২. সংক্রমণ বা প্রদাহ (মশার কামড়ের মতো) থেকে অল্প পরিমাণে ইডিমা; কোনও লক্ষণ দেখা দিতে পারে না। অন্যদিকে, একটি বড় এ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া (যেমন একটি মৌমাছি স্টিং থেকে) আপনার পুরো বাহুতে শোথ হতে পারে যা ব্যথা আনতে পারে এবং আপনার বাহুর গতি সীমাবদ্ধ করতে পারে।

৩. খাবারের এ্যালার্জি এবং ওষুধের এ্যালার্জিজনিত কারণে জিহ্বা বা গলার শোথ হতে পারে। এটি যদি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে হস্তক্ষেপ করে তবে এটি প্রাণঘাতি হতে পারে।

৪. পায়ে শোথের জন্য পা ভারীবোধ হতে পারে। এটি হাঁটার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পাগুলো সহজেই প্রতিটি অতিরিক্ত ৫ বা ১০ পাউন্ড ওজন হতে পারে। গুরুতর পায়ের ইডিমা রক্ত প্রবাহের সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে। যার ফলে ত্বকে আলসার হতে পারে।

৫. ফুসফুসের শোথ-শ্বাসকষ্ট এবং কখনও কখনও রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমায়। পালমোনারি ইডিমাযুক্ত কিছু লোকের কাশি হতে পারে।

৬. আপনি রোগীর শোথযুক্ত স্থানে (ত্বকে) চাপ দেয়ার পরে একটি ইনডেন্ট বা একটি "পিট" (আঙ্গুলের ছাপ) দীর্ঘ সময় থাকলে তাকে পিটিং ইডিমা বলা হয়। টিস্যু (ত্বক) যদি তার স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে তবে একে নন-পিটিং ইডিমা বলে। এটি এমন একটি লক্ষণ যা আপনার ডাক্তারকে আপনার শোথের কারণ খুঁজে বের করতে সহায়তা করতে পারে।

৭. টিস্যু-জলের সামগ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শরীরের ওজনকে কিছুটা পরিবর্তন করে।

শোথের কারণগুলো:

১. বাঁকা গোড়ালি: মৌমাছির স্টিং বা ত্বকের সংক্রমণের মতো জিনিসগুলো ইডিমা সৃষ্টি করবে।

২. কিছু ক্ষেত্রে সংক্রমণের মতো এটি সহায়ক হতে পারে। আপনার রক্তনালীগুলো তরল ফোলা ফোলা অঞ্চলে আরও সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইকারী শ্বেতরক্ত কণিকা রাখে।

৩. রক্তে পদার্থের ভারসাম্য বন্ধ থাকাকালীন শোথ অন্যান্য শর্ত থেকেও আসতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ: কম অ্যালবুমিন। এই হাইপোলোএলবুমিনোরিয়া বলতে পারেন। রক্তের অ্যালবুমিন এবং অন্যান্য প্রোটিনগুলো আপনার রক্তনালীতে তরল রাখতে সঞ্জনের মতো কাজ করে। অ্যালবোমিন ইডিমাতে অবদান রাখতে পারে, তবে এটি সাধারণত 'একমাত্র' কারণ নয়।

৪. এলার্জি প্রতিক্রিয়া: শোথ বেশিরভাগ অ্যালার্জির একটি অংশ। অ্যালার্জেনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, কাছাকাছি রক্তবাহীগুলো আক্রান্ত অঞ্চলে তরল ফুটো করে, তাতে শোথ দেখা দেয়।

৫. প্রবাহ বাঁধা: এটিও একটি কারণ। যদি আপনার শরীরের কোনও অংশ থেকে তরল নিষ্কাশন অবরুদ্ধ করা হয় তবে তরল ব্যাকআপ নিতে পারে তাতেও শোথ দেখা দেয়।

৬. আপনার পায়ের গভীর শিরাগুলোতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে পায়ের ইডিমা হতে পারে।

৭. একটি টিউমার রক্তের প্রবাহকে বা লিম্ফ নামে অন্য একটি তরলকে আটকে রাখার কারণে ইডিমা হতে পারে।